দৈনিক বাংলা

038

তারিখ 03 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

নিম্ন মাধ্যমিক বিজ্ঞান বই

শিক্ষকতা ও পাঠ্যপুস্তকে আমি সর্বদাই কৌতূহলী। তবে বর্তমানে আমি অবসরপ্রাপ্ত। একটু যোগ বিচ্ছিন্নও বটে। তবু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার গণিত ও বিজ্ঞান প্রশ্নপত্র নির্ণয়ে অনুরুদ্ধ হই। গণিত সাগর সহজেই পাড়ি দিতে সমর্থ হলাম। কিন্তু বিজ্ঞানে এসে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। বিজ্ঞান সুপণ্ডিতরা বিজ্ঞানের তাজমহল নির্মাণ করে রেখেছেন। এ যে সপ্তাশ্চর্যেরও বাড়া বিস্ময়। অনুধাবন শক্তি আমার ঝাপসা হয়ে এলো। ভেবে পাচ্ছি না পুস্তকখানা তত্ত্বীয় না ব্যবহারিক। গোটা প্রশ্নই তো আমি ব্যবহারিক করতে হয়। কিন্তু সে তো সম্ভব নয়।

শিক্ষকতার পথে তিন যুগেরও অধিককাল নিবিড়ভাবে লিপ্ত ছিলাম। পুস্তক প্রণয়নের অভিজ্ঞতাও আছে। আমি আমার স্বগোত্রদের ভালো করেই চিনি। তাদের সততা নিষ্ঠা সম্পর্কে কোন সংশয়ের প্রশ্ন তুলছিনা। বিদ্যালয়ের সার্বিক সামর্থ্য সঙ্গতি ও সুযোগ তো কারো অজানা নয়। শিক্ষককে নিধিরাম সর্দারের মত প্রায়ই শূন্য হস্তে লড়াই করতে হয়। আবার কখনও শিক্ষক হয়তো ক্লাসে রিডিং পড়তে দেবেন। এ মন্তব্য আমার অভিজ্ঞতালব্ধ। সে শংকা আমার আজও কাটেনি। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হচ্ছে তাহলে? অনুধাবন করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

কৌতূহল আমার বৃদ্ধি পেল। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান পুস্তক কাছেই ছিল। খুলে দেখলাম। একই বিভ্রাট। নিঃসন্দেহে ব্যবহারিক হিসেবে সুলিখিত। উদ্দেশ্য হয়তো মহৎ। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে পঠন পাঠনের জন্য পুস্তকগুলো সম্পূর্ণ অনুপযোগী। পুস্তক তিনটি পর্যায়ক্রমে ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে মুদ্রিত এবং ক্লাসে প্রবর্তিত। ১৯৮০ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান পুস্তকখানার আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে আন্দোলন একান্ত সঙ্গত ছিল সম্পূর্ণ অসঙ্গতভাবে আজও তার বিন্দুমাত্র স্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে না। তাহলে কি ভাববো, ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক সবাই নির্বিকার, উদাসীন? আমি বিমূঢ় বোধ করছি।

সংবাদপত্রে পাঠ্যপুস্তকের খুঁটিনাটি ত্রুটি নিয়েও চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলতে দেখি। কিন্তু যে পুস্তক তিনটির জন্মলগ্নেই সাত্ত্বিকতার মৃত্যু হয়েছে তা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্ক এখনো চর্বণ করেই চলছে। এটা একান্তই বেদনাদায়ক। আমি এদিকে সংশ্লিষ্ট সকলের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শিক্ষকতায় যে সাধনা, যোগ্যতা ও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তারই দোহাই দিয়ে বলছি, এই পুস্তক তিনখানার সর্বনাশা খেলা অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। আমি সকলের পক্ষ থেকে আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন বইয়ের দাবী জানাচ্ছি।

—খান মুহম্মদ সালেক
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল
ধানমন্ডি ঢাকা।